হরেস্তদবতাররূপস্য। অখিলাত্মনি সর্ব্বাংশিনি কৃষ্ণে শ্রীমদর্জ্জুনসখে ॥ ২।৮॥ রাজা ॥ ৩২৫ ॥

তাহা হইলে এইরূপ পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে রাগানুগা ভক্তিটি সাধিত হইলেন। সেই রাগানুগা ভক্তি ও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই মুখ্য। যেহেতু "গোপ্যঃ কামাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইয়াছেন। দৈত্যগণেরও শ্রীকৃষ্ণেই দ্বেষের দ্বারা আবেশ ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখা যায়। কিন্তু অন্য কোন অংশী অবতারে ও অংশাবতারে এইপ্রকার আবেশ ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখা যায় না। অতএব "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেই মনের অভিনিবেশ করিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণোপসনায় সত্বর মনের আবেশের হেতুতা আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই একাদশস্কন্দে নিজ বিষয়ে বৈধীউপাসনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে স্থলে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বৈধীভক্তি করিবার উপদেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই শ্রীগোকুলবাসীর বিশুদ্ধ রাগটি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীগোকুলেই অর্থাৎ গোকুলবাসীগণেই এই রাগানুগা মুখ্যতম। যে শ্রীগোকুলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই সকল গোকুলবাসীগণের পুত্রাদি ভাবেই বিলাস করিতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া ও কিঞ্চিন্মাত্র ভগবদাবেশ না রাখিয়া পুত্র সখা ও প্রাণপতিরূপে বিহার করিতেছেন। যেহেতু "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" অর্থাৎ—

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

শ্রীভগবদগীতায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইপ্রকার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনারূপ ভজন করিয়া থাকেন, তাহা ১০।৪৪।১৪ "মল্লানামশনিঃ"—এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন কুবলয়াপীড় নামক হস্তিটিকে দ্বারে বধ করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন, সেই সময় মল্লগণ দেখিলেন যেন সাক্ষাৎ বজ্রই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে; সভাস্থ সভ্যগণ দেখিলেন নরশ্রেষ্ঠ; স্ত্রীগণ দর্শন করিলেন, সাক্ষাৎ কন্দর্প; গোপগণ দেখিলেন আমাদের নিজজন আসিতেছে; দুষ্ট রাজবর্গ দর্শন করিল আমাদের শাসনকর্ত্তা; নিজ পিতা-মাতা শিশুরূপে দর্শন করিলেন; কংস মনে করিল মৃত্যুই যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। অতত্ত্বজ্ঞ জনের নিকটে পাঞ্চভৌতিক দেহধারীরূপে, যোগীগণের নিকটে পরমতত্ত্ব